পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না: রবিউল ইসলাম

জুলাইয়ের গণ রায়, জনগণের ৭০ পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে এদেশে ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণমুলক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। কিন্তু তারা এই রায় প্রত্যাক্ষান করেছে। বিগত ১৭ বছর যে সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে পারেনাই। রায় বাস্তবায়ন করে সঠিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন নচেৎ পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম।

গতকাল শনিবার বিকেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথ্গুলো বলেন।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনী জামিল এবং বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আহবান জানান। কর্মসূচিতে উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতের আমির, সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গাংনীতে স্কুল ফিডিংয়ের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে আমির হামজা (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ আগস্ট) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমির হামজা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাজার পাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ব্যবহৃত স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ওপর উঠে খেলছিল আমির হামজা। এ সময় চালক গাড়িটি চালিয়ে দিলে সে নিচে পড়ে যায়। পরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়।

স্বজন ও স্থানীয়রা তাকে প্রথমে বামন্দীর ডা. ফজলুর রহমান ক্লিনিকে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়ার মেডিকেল কলেজ থেকেও তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এবং আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তার মরদেহ নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনিয়ম করে শুধু পর্দা কেনা হয়েছে ২০ লাখ টাকার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগের তীর হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন ও স্টোর কিপার পলি খাতুনের বিরুদ্ধে। ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ২০ লাখ টাকার শুধু পর্দা ক্রয় দেখানো হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অন্যান্য ক্রয়ের মধ্যে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার সামগ্রী সরবরাহে ঠিকাদার হিসেবে কাজ পায় মেহেরপুর ট্রেডিং। কিন্তু অর্থ বছর পেরিয়ে গেলেও ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দুই দফায় মাত্র ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকা সামগ্রী হাসপাতালের সুপার বুলবুল আহমেদ নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নিজে এবং পছন্দের ঠিকাদার দিয়ে নামমাত্র স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করেছেন। জানা গেছে, ওই ২৬ লাখ টাকার মধ্যে তিনি শুধু পর্দা ক্রয়ে খরচ দেখিয়েছেন ২০ লাখ টাকা। তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে চার সদস্যর ক্রয় কমিটি করে এ পর্দা কিনেছেন ঢাকার এক ঠিকাদারের কাছে থেকে। তবে কত পিস পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে হিসাব বড় বাবু লিটন ও স্টোর কিপার পলি কেউ দিতে চাননি। চার সদস্যর ক্রয় কমিটিতে ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, ডা. আবুল কাশেম, ডা. আমেনা খাতুন ও ডা. হাসিবুল ইসলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনের টিম নতুন বিল্ডিংয়ে অনুসন্ধান করে পুরো বিল্ডিংয়ে ৫৫০ পিস থেকে ৬০০ পর্দার হিসাব পেয়েছে। যে পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে পর্দার দাম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সর্বোচ্চ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হবে প্রতি পিসের দাম। যার সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ৩ লাখ টাকা, এর সঙ্গে পর্দার পাইপ ফিটিংস ও মিস্ত্রি খরচ দিয়ে আরও ৩ লাখ টাকা যদি খরচ হয় সব মিলিয়ে খরচ হবে ৬ লাখ টাকা। কিন্তু ক্রয় দেখানো হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

তবে, ক্রয়ের সঠিক হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই দিতে পারবে। তবে শুধু স্টেশনারী নয় এ ধরণের সাত থেকে আটটি খাতে প্রতিবছর সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে জেলা হাসপাতালে। বরাদ্দগুলো কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যাপারে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে।

স্টেশনারি সামগ্রী সরবরাহকোরী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর ট্রেডিংয়ের স্বত্ত্বাধিকার দেবাশীষ বাগচি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার কাজ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে থেকে দুই দফায় ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকার মালামাল নেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, ইজিপির মাধ্যমে পাওয়া কাজ অন্য কোন ঠিকাদার করতে পারেন না। এক্ষেত্রে আমার সাথে অনিয়ম করা হয়েছে। আমি কিছু বলতে গেলে আমাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্টোর কিপার পলি খাতুন বলেন, সাবেক সুপার বুলবুল স্যার নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন । বড়বাবু লিটন বিল রেডি করে দিয়েছে। আমি শুধু স্টোর কিপার হিসেবে মালামাল বুঝে নিয়েছি। তবে কোন ঠিকাদারের কাছে থেকে নিয়েছে আমি সে ঠিকাদারকে চিনিনি। এত টাকার পর্দা কি লেগেছে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কি এ কথা বলতে পারি?

প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘হাসপাতালের বস হচ্ছেন সুপার । তিনি যেভাবে বলেন আমাদের সেভাবেই কাজ করতে হয়। সাবেক সুপার বুলবুল স্যার তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন।’ টেন্ডার প্রাপ্ত ঠিকাদারের সাথে না নিয়ে কেন অন্য ঠিকাদারের কাছে থেকে নিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘সুপার স্যার স্পট কোটেশনের মাধ্যমে কিনেছেন আমরা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেছি।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির বলেন, ‘স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোজন প্রক্রিয়ায় ক্রয় কমিটি করে স্টেশনারি সামগ্রী কেনা হয়েছে। যার নথি হাসপাতালে রয়েছে। আর এ বিষয়ে ঠিকাদার সব জানে। আমার পরে যিনি সুপার যোগদান করেছেন তিনি বাকি টাকা হয়তো সমন্বয় করেছেন।’

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান বলেন,

‘হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে অবশ্যই অনুসন্ধান করবো, যদি ব্যত্যয় পাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। হাসপাতালে কোন ধরণের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আমি রাখতে চাই না।’

পৌর একাদশকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সদর উপজেলা একাদশ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মেহেরপুর পৌর একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দলই একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করলেও কোনো দলই জালের দেখা পায়নি। ফলে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলে ফল নির্ধারণে গড়ায় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে সদর উপজেলা একাদশের হয়ে হিমেল, মাহফুজ ও কিরণ সফলভাবে গোল করেন। অন্যদিকে পৌর একাদশের হয়ে সাব্বির, রোকন ও সেলিম শট নিলেও গোলরক্ষক লাকি সাব্বির ও রোকনের শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন। সেলিমের নেওয়া তৃতীয় শটটি গোলবারের বাইরে চলে গেলে সদর উপজেলা একাদশের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের উল্লাসে স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে।

খেলা শেষে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় শিমুলকে ম্যান অব দ্য ফাইনাল, শামীমকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, লাকিকে সেরা গোলরক্ষক এবং হিমেলকে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, মাঠে বিপুলসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ এখনও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী “প্রাইম মিনিস্টার গোল্ডকাপ” টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করবেন। আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করব এবং তা উপভোগ করব। আজকে যারা জয়লাভ করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং যারা জিততে পারেনি তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খেলাই একদল জিতবে একদল হারবে এটাই স্বাভাবিক। খেলাধুলা আমাদের অন্যতম একটা বিষয় শিখায় শৃঙ্খলাবোধ। খেলাধুলা সহ আমরা সকল কাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করব এবং যে কোন কাজে হেরে গেলে সেখান থেকে আবার কিভাবে নতুন নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হয় কাজ করতে হয় সেটাও আমরা শিখব।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ফাইনাল ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। খেলা শুরুর আগে মেহেরপুর জেলার প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলারদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রকাশক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর ও ভুবেন চন্দ্র হালদার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, সাবেক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদস্য আব্দুস সালাম, প্রাক্তন ফুটবলার মাসুদ করিম ধলস, আবু ইউসুফ মিরন ও এমদাদুল হক, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, ক্রিকেট কাউন্সিলর হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ বিপুলসংখ্যক দর্শক।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী খেলায় মুজিবনগর উপজেলাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সদর উপজেলা একাদশ ফাইনালে উঠেছে। আগামী ১ আগষ্ট শনিবার ফাইনালে ২য় খেলার বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নজরুল কবীর, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, এস্তামুল হক ও ভুবন চন্দ্র হালদার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।

উদ্বোধনী ম্যাচে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৪-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলাকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে শুভ সূচনা করে। বিজয়ী দলের পক্ষে হিমেল জোড়া গোল করেন। এছাড়া কিরণ ও মিরাজ একটি করে গোল করেন। মুজিবনগর উপজেলার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সাকিব।

দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য হিমেল ম্যাচ সেরা (ম্যান অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সে মেহেরপুর সদর উপজেলা বড় জয় নিয়ে টুর্নামেন্টে যাত্রা শুরু করে।

মেঘলা আবহাওয়া সত্ত্বেও জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

মেহেরপুর হাসপাতালে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দুর্নীতি, রোগীদের দুর্ভোগ ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে সচেতন নাগরিক সমাজ।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে হাসপাতাল চত্বরে এ মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সচেতন নাগরিক অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের পরিচালক ইব্রাহিম হিমু, সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আব্দুল আলিম এবং বাংলাদেশ ব্লাড ডোনেট সোসাইটির প্রতিনিধি ইব্রাহিম হোসেন।

বক্তারা হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রোগী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ তুলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সমাবেশে ভুক্তভোগী আমঝুপি ইউনিয়নের ময়ামারি গ্রামের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান অভিযোগ করেন, তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে একটি এক্স-রে করানোর জন্য হাসপাতালে আসেন। কিন্তু হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা তাকে জানান, সেখানে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় এবং বাইরে থেকে করাতে হবে। এ ঘটনায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পরে সচেতন নাগরিক সমাজের একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। প্রতিনিধিরা ফোনে কথা বলার চেষ্টা করলে

চিকিৎসক ডা. ফজলুর রহমান তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তবে তত্ত্বাবধায়ক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

সচেতন নাগরিক সমাজের নেতারা বলেন, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার এ ধরনের আচরণ দুঃখজনক।

এনসিপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা এনসিপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশের আয়োজন করে জেলা এনসিপি। এতে জেলা কমিটির নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, হবিগঞ্জে এনসিপির নেতাকর্মীদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। তারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনের অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে। তারা অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাগুলো রাজনৈতিক সহিংসতারই বহিঃপ্রকাশ। তবে এসব বক্তব্য সমাবেশে উপস্থিত নেতাদের নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্য। জানা যায়, গত ৪ জুন মেহেরপুর জেলা এনসিপির ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই কমিটির উদ্যোগেই এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক

রাব্বী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসনাত জামান সৈকত, সদস্য রফিকুজ্জামান, মাহাবুব তৌহিদ রবিন, তাজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তাজমির ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

সমাবেশ শেষে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর পূর্বপাড়া গ্রামের তিন রাস্তার মোড় বটতলা এলাকা থেকে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে মো. তামিউর রহমান সোহান (২৩), বামনপাড়া এলাকার মো. তাহাজ উদ্দিন খানের ছেলে মো. তারিকুল ইসলাম (৩৪) এবং মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের মো. বজলুর রহমানের ছেলে মো. নিশাত এলাহী (২৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার একটি দল বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর পূর্বপাড়া গ্রামের তিন রাস্তার মোড় বটতলা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় হেরোইন ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত অবস্থায় ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

পরে তাদের তল্লাশি করে তামিউর রহমান সোহানের কাছ থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইন জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এদিকে, এলাকাবাসী মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের এ পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মেয়র প্রার্থী সোহেল রানা ডলারের গণসংযোগ

আসন্ন মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী মো. সোহেল রানা ডলারের নেতৃত্বে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার তাওফিকুল ইসলামসহ পৌর শাখার অসংখ্য নেতাকর্মী।

গণসংযোগে নেতৃবৃন্দ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে মতামত শোনেন।

গাংনীতে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানে প্রাইভেট হাসপাতাল বন্ধ ঘোষণা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

অভিযানে অনিয়ম ও লাইসেন্স (সনদ) নবায়ন না থাকায় গাংনী শহরের হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সব কার্যক্রম এবং মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার ২০১৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স (সনদ) নবায়ন ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানের খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীরা সেটি বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যান। পরে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠানটির সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে।

এদিকে, মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অনিয়মের অভিযোগে এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিদর্শনে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল অ্যান্ড সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সব কার্যক্রম এবং মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক্স-রে বিভাগ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অভিযানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. একরামুল হক, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিজাম উদ্দীন এবং গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।